দৈনিক ইত্তেফাক 56

তারিখ 13 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ১

শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতি

টাঙ্গাইলের এক সংবাদে জানা যায়, গোপালপুর উপজেলা শিক্ষা বিভাগে ১৯৭২ সালে দেওয়ান লুৎফর রহমান নামে একজনকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেখানো হয়। কিন্তু গত ১৬ বছর পর তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে, অতীতে এই নামে উপজেলায় কোন শিক্ষক ছিল না এবং এখনো নাই। গোটা ব্যাপারটাই উপজেলা শিক্ষা অফিসার বা শিক্ষা বিভাগীয় অফিসারদের সরকারী অর্থ আত্মসাতের খেলা। অভিযোগে প্রকাশ, এই প্রক্রিয়ায় সরকারী অর্থ আত্মসাতের ঘটনার সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসার ছাড়াও অন্যরা জড়িত হইয়া পড়িলে আত্মসাৎকৃত অর্থ নাকি ভাগাভাগি করিতে হয়।

এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, দুর্নীতির এই পথকে প্রশস্ত করিয়াছে শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষা অফিসারদের নানা দুর্নীতি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। এরূপ অভিযোগও করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন শিক্ষা সমিতি ও শিক্ষক সমিতির নামে রাজনীতি চলে। নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষা অফিসাররা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন না। অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ছাড়াও বেতন ও অনুদান বিলে স্বাক্ষর করার জন্য শিক্ষকদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের অভিযোগ কম নয়। অন্যদিকে তাঁহারা বিদ্যালয় পরিদর্শনে না যাওয়ায় শিক্ষকরা যে গরহাজির থাকিবার সুযোগ পাইয়া যান। শিক্ষক বদলি আরেকটি পন্থা যাহার মাধ্যমে শিক্ষা বিভাগ গোটা শিক্ষাঙ্গনকেই নিজেদের জমিদারীতে পরিণত করিয়াছেন। এই শিক্ষক বদলি শুধু যে প্রাইমারী লেভেলে হয় তা নয়, কর্মকর্তাদের খেয়ালখুশি মোতাবেক মাধ্যমিক পর্যায়েও হামেশা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই ধরনের দুর্নীতি, কর্মকর্তাদের খেয়ালখুশির বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পরও কর্তৃপক্ষের মধ্যে তাঁহারা যথারীতি ফাইল ওয়ার্ক করিয়াই দায়িত্ব সম্পাদন করেন। আর এ কারণেই অনেকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এই ধরনের দুর্নীতির ও রাজনীতির সঙ্গে উচ্চ মহলেরও যোগসাজশ আছে।

শিক্ষা বিভাগে এই ধরনের দুর্নীতি ও রাজনীতি উদ্বেগজনক এই কারণে যে, ইহা ঘটিতেছে প্রাথমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে, যেখানে শিশু ও কিশোররা শিক্ষার প্রথম সবক গ্রহণ করে। উল্লেখ অনাবশ্যক, যে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসায় তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মস্তক অবনত হইবে সেই শিক্ষক বা শিক্ষা অফিসার ও কর্মকর্তা যদি এ ধরনের অপকর্মে নিয়োজিত হন তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে ছাত্র-ছাত্রীরাইবা কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাইবা কতটা উন্নত হইতে পারিবে? ছাত্র-ছাত্রীদের বিপথগামী হওয়ার অনেক কারণ আছে ঠিকই, তবে শিক্ষকদের বিপথগামিতা একটি অন্যতম কারণ ইহাও সত্য। অনুরূপভাবে শিক্ষকদের বিপথগামিতার পিছনে ক্রিয়াশীল অফিসার ও কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও রাজনীতি। দেশে শিক্ষার মান উন্নত করিতে হইলে সর্বাগ্রে সরকারকে শিক্ষা বিভাগকে রাজনীতি ও দুর্নীতিমুক্ত করিতে হইবে। এবং শিক্ষা অফিসার, শিক্ষা কর্মকর্তাসহ শিক্ষকদের মান উন্নত করিতে হইবে। যাঁহারা শিক্ষা বিভাগে নানা পদে অধিষ্ঠিত--তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, তাঁহাদের পেশা কেরানীগিরির পেশা নয়। জানিয়া-শুনিয়াই তাঁহারা এই পেশায় আসিয়াছেন। সুতরাং দুর্নীতির মাধ্যমে নয়, রাজনীতি তথা ওপরওয়ালাকে খুশী রাখিবার মাধ্যমেও নয়,--ন্যায়নীতি ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই তাঁহারা শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ সুষ্ঠু ও উন্নত করিতে পারেন। অন্যায় কোন পথের পথিক হইলে তাঁহারা যে পদে বা যে পেশায় থাকুন কখনোই যোগ্য সম্মান লাভ করিতে